কুইপো কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট লিমিটেড
বনাম
জনার্দন নির্মল পিভিটি লিমিটেড
(২০২০ সালের ২৩৭৮ নং দেওয়ানি আপিল)
২৯শে এপ্রিল, ২০২০
[উদয় উমেশ ললিত এবং ভিনাইট সারণ, বিচারপতিদ্বয়]।

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ৪, ১৬, ২০ এবং ৩৪ – পক্ষগুলির মধ্যে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত - বিরোধ - একক সালিসকারী নিযুক্ত - চুক্তিগুলির মধ্যে একটিতে স্থান ছিল কলকাতা কিন্তু কার্যক্রম দিল্লিতে পরিচালিত হয়েছিল - মামলা শুরু হয়েছিল কলকাতা এবং দিল্লি উভয় আদালতেই - সাধারণ একপক্ষীয় আদালত গৃহীত - বিবাদী জেলা জজ, আলিপুর আদালতে ধারা ৩৪ এর অধীনে আবেদন দায়ের করেছেন - খারিজ - হাইকোর্ট কর্তৃক আদেশ বাতিল – রায়: প্রশ্নবিদ্ধ সালিশ একটি ঘরোয়া এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক সালিশ যেখানে নির্মাণ শিল্প সালিশ সমিতি (সি আই এ এ) সালিসকারীকে মনোনীত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল এবং সে তা করেছিল - এটি এমন নয় যে প্রতিটি চুক্তিতে সালিসকারী নিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া ছিল শুধুমাত্র পার্থক্য হল যে একটি চুক্তি অনুসারে, স্থানটি কলকাতায় হওয়ার কথা ছিল "সালিশের স্থান" নির্দিষ্টকরণের বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সালিশ, যেখানে "সালিশের স্থান" নির্ধারণ করতে পারে কোন কিউরিয়াল আইন প্রযোজ্য হবে - তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য মূলনীতি এবং কিউরিয়াল আইন একই হবে - অধিকন্তু, বিবাদী সালিশ কার্যধারায় অংশগ্রহণ করেনি বা সালিশকারীর এখতিয়ারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়নি, তাই এই ধরণের সমস্ত আপত্তি মওকুফ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে - এখন সালিশের স্থান সম্পর্কে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা থেকে বিরত - আলিপুর আদালতের উপসংহার সঠিক ছিল– আলিপুর আদালতের আদেশ বহাল রেখে হাইকোর্টের আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করেছে: ১.১। বর্তমান মামলায় প্রশ্নবিদ্ধ সালিশ একটি ঘরোয়া এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক সালিশ যেখানে সিআইএএকে সালিশকারীকে মনোনীত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং তিনিই ছিলেন। এমন নয় যে নিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া ছিল

কুইপো কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট লিমিটেড বনাম জনার্দণ নির্মান প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৩

প্রতিটি চুক্তিতে সালিসকারী। একমাত্র পার্থক্য হল যে চুক্তিগুলির মধ্যে একটি অনুসারে স্থানটি কলকাতায় হতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে "সালিশের স্থান"-এর নির্দিষ্টকরণের বিশেষ গুরুত্ব থাকতে পারে, যেখানে "সালিশের স্থান" নির্ধারণ করতে পারে যে কোন ক্যুরিয়াল আইন প্রযোজ্য হবে। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য মূল এবং ক্যুরিয়াল আইন একই হবে। প্রতিটি চুক্তির ক্ষেত্রে সালিশ সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা এবং আলাদাভাবে মোকাবিলা করা হবে বলে উত্তরদাতার পক্ষে জমা দেওয়া সম্ভব ছিল। তাঁর পক্ষে এটাও যুক্তি দেওয়া সম্ভব ছিল যে, যে চুক্তির ক্ষেত্রে স্থানটি কলকাতায় থাকতে সম্মত হয়েছিল, সেই অনুযায়ী সালিশ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে, উত্তরদাতা সালিসকারীর সামনে কার্যধারায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সালিসকারীর এখতিয়ার নেই বা তিনি তাঁর কর্তৃত্বের পরিধি অতিক্রম করছেন এমন কোনও বক্তব্য উত্থাপন করেননি, উত্তরদাতাকে অবশ্যই এই ধরনের সমস্ত আপত্তি মওকুফ করেছেন বলে মনে করা উচিত। [অনুচ্ছেদ ২২-২৩] [২৮৮-এ-ডি]

১.২। বিবাদীকে এখন সালিশ সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, ২০১৫ সালের বিবিধ মামলা খারিজ করার সময় আলিপুরের আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল তা বেশ সঠিক ছিল এবং কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়নি। হাইকোর্ট উক্ত আদেশটি বাতিল করার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল। যাই হোক না কেন, কারণ শিরোনামটি দেখায় যে বর্তমান আবেদনকারী অন্যথায় আলিপুর আদালতের এখতিয়ারের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, তা সিদ্ধান্তমূলক বা নির্ধারণকারী মানদণ্ড হতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ২৪] [২৮৮-ই]

নারায়ণ প্রসাদ লোহিয়া বনাম নিকুঞ্জ কুমার লোহিয়া এবং অন্যান্য (২০০২) ৩ এস. সি. সি ৫৭২: [২০০২] ১ এস. সি. আর ১১৩৬-এর উপর নির্ভর করেছিল।

ডুরো ফেলগুয়েরা, এস. এ. বনাম গঙ্গাভরম পোর্ট লিমিটেড (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৭২৯: [২০১৭] ১০ এস. সি. আর ২৮৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৭] ১০ এস. সি. আর ২৮৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০২] ১ এস. সি. আর ১১৩৬	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানিআপিল নংঃ ২০২০ এর ২৩৭৮।

২০১৮ সালের সিএএন ১০০৯৪ নম্বর আপিলের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের ১৪.০২.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাটর্নি ঋতিন রাই, শশাঙ্ক মনীশ, মিস মানসি চাটপল্লীওয়ার, মিস প্রেরণা আগরওয়াল, মিস টুইঙ্কেল কাটারিয়া, যশ কুমার, অভিপসিত মিশ্র, অর্জুন এসবি, মৃদুল গোধা, অ্যাটর্নি জেনারেল।

কুরিয়াকোস ভার্গিস, ভি. শ্যামোহন, সূর্য প্রকাশ, শ্রীমতী ঈশা ঘাই (কে. এম. এন. পি আইনের পক্ষে), উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

২. এই আবেদনে মূল দাবিদার ২০১৮ সালের ডিএএন নংঃ ১০০৯৪-এ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত চূড়ান্ত রায় এবং আদেশকে বিরধিতাকরেছেন।

৩. বর্তমান মামলায় সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত ২৪.০৩.২০১৫ তারিখের রায় থেকে যে মৌলিক তথ্যগুলি বের করা হয়েছে সেগুলি হলঃ

"যে উত্তরদাতা সংস্থা পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে, সেই দাবিদার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যারা পরিকাঠামো কার্যক্রমের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবসায়ও কাজ করছে যাতে উত্তরদাতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি চালানোর জন্য দুটি পিং রিগ এইচআর-১৮০ এবং (১) ৩০০ সিপিএম কম্প্রেসার (সরঞ্জাম) ভাড়ায় দেওয়া যায়। আলোচনা ও আলোচনার পরে, উভয় পক্ষের মধ্যে তার কর্মস্থল সি/ও জনার্দন নির্মাণ পাইট লিমিটেডের জন্য উপরের নির্মাণ সরঞ্জামের বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এল অ্যান্ড টিইসিসি সাইট, এনটিপিসি বার সাইট, বার, জেলা, পাটনা, বিহার। দাবিদার সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত সরঞ্জাম পরিষেবাগুলিতে সন্তুষ্ট হয়ে, উত্তরদাতা দাবিকারী সংস্থার কাছে আরও একটি ভাড়া নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছিলেন (১) একই কাজের জায়গার জন্য পিলিং রিগ-এম. এ. আই. টি এইচ. আর ১৮০ (সরঞ্জাম), পাশাপাশি উত্তরদাতার নির্দেশ অনুসারে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিটি সরঞ্জামের জন্য ডবল সেট ক্রু/অপারেটর। আলোচনা ও আলোচনার পরে, উপরোক্ত বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে একটি সরঞ্জাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এরপরে, উত্তরদাতা একটি ভাড়া নেওয়ার জন্য ১৯.৩.২০১১ এবং ১৪.৪.২০১১ তারিখের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১) পিলিং রিগ এইচআর ১৮০ প্রতিটি চুক্তির মাধ্যমে উত্তরদাতার নির্দেশ অনুযায়ী সি/ও জনার্দন নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড, সেল, ডিএসপি, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ এবং সি/ও জনার্দন নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড, এনএইচ-এ তার কর্মস্থলের জন্য কাজ সম্পাদনের জন্য ৩৪, ফারাক্কা-দাফখোলা সড়ক প্রকল্প, কালিয়াচকের কাছে, জেলা মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, যথাক্রমে।

"৪, উপরোক্ত চুক্তির সাথে সংযুক্ত সাধারণ শর্তাবলীতে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের সমাধানের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিলঃ

৪. ১ ০১.০৮.২০১০ তারিখের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিম্নরূপ ছিলঃ -

"২৪। পরিচালনাকারী আইনের এখতিয়ার ও সালিশঃ এখানে পক্ষগুলি একমত যে নয়াদিল্লির আদালত ও ট্রাইবুনেলগুলি একচেটিয়া এখতিয়ার এবং ভারতের আইন অনুসারে পরিচালিত হবে।

২৪. ১ সালিসঃ চুক্তির ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়নের ফলে বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনও দাবি, বিরোধ বা পার্থক্যের ক্ষেত্রে বা কোনও লঙ্ঘন বা চুক্তির লঙ্ঘনের অভিযোগে (এরপরে "বিরোধ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) পক্ষগুলির মধ্যে, পক্ষগুলি এতদ্বারা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি আরবিট্রেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিআইএএ) বিধি ও প্রবিধানের অধীনে সালিশের জন্য এই ধরনের বিরোধ উল্লেখ করতে সম্মত হয়েছে, তবে চুক্তির উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে ব্যতীত। মালিকরা সিআইএএর প্যানেল থেকে একমাত্র সালিসকারী নির্বাচন করার অধিকারী হবেন। কার্যধারা এফ আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এতে যে কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনরায় আইন প্রণয়ন করা হবে। এই ধরনের সালিশ কার্যক্রমের স্থান হবে নয়াদিল্লি।

৪.২। অন্যদিকে, ১৪.০৪.২০১১ তারিখের চুক্তিতে প্রাসঙ্গিক সালিশ ধারাটি নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য ছিলঃ

"২৪। পরিচালনাকারী আইনের এখতিয়ার ও সালিশঃ এই চুক্তি থেকে বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত এবং যে কোনও বিরোধ, যার মধ্যে এর অস্তিত্ব, বৈধতা বা সমাপ্তি সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন রয়েছে, নির্মাণ শিল্পের সালিশ বিধি অনুসারে কলকাতায় সালিশের মাধ্যমে উল্লেখ করা হবে এবং পরিশেষে সমাধান করা হবে।

আরবিট্রেশন কাউন্সিল ("সি. আই. এ. সি. আরবিট্রেশন রুলস") সালিশ শুরু হওয়ার সময় থেকে বলবৎ ছিল, যে নিয়মগুলি এই ধারার রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। মালিক সি. আই. এ. সি-এর প্যানেল থেকে একমাত্র সালিসকারী নির্বাচন করার অধিকারী হবেন। এই চুক্তিটি ভারতের আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এখানে পক্ষগুলি সম্মত হয় যে কেবলমাত্র কলকাতার আদালত এবং ট্রাইবুনেলগুলির একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে যে চুক্তির শর্তাবলী বা এর ব্যাখ্যা থেকে বিতর্ক উদ্ভূত হয়।

সালিশের ভাষা ইংরেজি ভাষায় হবে। এই চুক্তির সমাপ্তি/মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও এই বিধান বহাল থাকবে।"

৫. পূর্বোক্ত চুক্তিগুলি অনুসরণ করে নির্মাণ আবেদনকারী কর্তৃক উত্তরদাতার নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে উত্তরদাতার কাছে কুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছিল। চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে উত্তরদাতাকে মাসিক বিল জমা দেওয়ার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে হবে যা ব্যর্থ হলে উত্তরদাতা বিলম্বিত সিরিয়ডের জন্য সুদ দিতে দায়বদ্ধ হবেন। যেহেতু অর্থ প্রদান আসন্ন ছিল না, তাই আবেদনকারী তার সেটার তারিখ ২১.০১.২০১২ দ্বারা উত্তরদাতাকে বকেয়া বকেয়া পরিশোধ করতে বলেছিলেন। তার ০১.০২.২০১২ তারিখের জবাবে উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তার দ্বারা ভাড়া করা প্রতিটি রিগ চুক্তি অনুসারে ছিল। যেহেতু অর্থ প্রদান আসন্ন ছিল না, ০২.০৩.২০১২ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারী সালিশ আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তিদিয়েছিলেন। উপরের ২৪ এবং ২৪.১ ধারার উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে যে, কনজিউমার ফোরামের সভাপতি (অবসরপ্রাপ্ত) শ্রী এল. সি. জৈনকে একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, যিনি উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের বিচারের জন্য নয়াদিল্লিতে কার্যধারা পরিচালনা করবেন।

আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে জবাব দিতে এবং সালিশ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং/অথবা বকেয়া অর্থের ১৮ শতাংশ হারে সুদ সহ সমগ্র বকেয়া অর্থ, ৭৮,৫৩৩ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো তেত্রিশ টাকা মাত্র) পরিশোধ করতে বলা হয়েছে।

এই যোগাযোগের একটি অনুলিপি নির্মাণ শিল্প সালিসি কাউন্সিলকে (সংক্ষেপে সিআইএসি) চিহ্নিত করা হয়েছিল।

৬। '১৫.০৩.২০১২ "তারিখের উত্তরে উত্তরদাতা পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তবে, এটি সালিশিতে অংশ নেওয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অন্যদিকে, উত্তরদাতা ২০১২ সালের' টাইটেল স্যুট নং ঃ ১৮৯ 'দায়ের করেছেন জুনিয়র ডিভিশনের দেওয়ানিজজ আদালতে,

শিয়ালদার দ্বিতীয় আদালত, অনুরোধ করে যে চুক্তিগুলি বাতিল ঘোষণা করা হোক এবং চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সালিশ ধারাগুলির উপর নির্ভর করা থেকে আবেদনকারীকে বাধা দেওয়ার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য। অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে, ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা একটি সংযত আদেশ পাস করা হয়েছিল যার ফলস্বরূপ সালিসকারীর সামনে কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল। সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (সংক্ষেপে "আইন") এর ধারা ৫ এবং ৮ এর অধীনে একটি আবেদন আবেদনকারী দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি সালিশের কাছে পাঠানো হবে।

৭. আপিলকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা আবেদন গ্রহণ করার সময় ট্রায়াল কোর্ট তার ২৬.৫.২০১৪ তারিখের আদেশে মন্তব্য করেছেঃ

> "বিবাদী ইতিমধ্যে বলেছে যে সালিশ ধারা সম্বলিত পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি রয়েছে। তারা অর্থ প্রদান সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য উক্ত সালিশ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠিয়েছে। তাদের যুক্তির সমর্থনে, বিবাদী উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত একাধিক মূল চুক্তি উপস্থাপন করেছে। আমি বুঝতে পারি না যে বাদী কেন একাধিক নথিতে স্বাক্ষর করেছে, যা তারা অস্তিত্বহীন বলে দাবি করে। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, বাদী উক্ত চুক্তিগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিবাদী দ্বারা করা মিথ্যা ও জালিয়াতি সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। চুক্তিগুলি বিশদে পর্যালোচনার পরে, এটি স্পষ্ট হয় যে সমস্ত চুক্তিতে অর্থ প্রদান এবং ব্যবহারের শর্তাবলী রয়েছে। চুক্তিতে সালিশ ধারাও রয়েছে অর্থাৎ। পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিগুলির বাস্তবায়ন, সম্পাদন এবং ব্যাখ্যা বা লঙ্ঘন সম্পর্কিত কোনও দাবি এবং কোনও বিরোধ সম্পর্কিত.
>
> অতএব, অর্থ প্রদানের বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সালিশ ধারার আওতায় রয়েছে। বিবাদীরা বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত। বরং বাদী সালিশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকার পরেও এই মামলা দায়ের করেছিলেন।
>
> সালিশ ধারার আওতায় থাকা বিষয়গুলি হওয়ায় পক্ষগুলির মধ্যে সমস্ত বিরোধ সালিসকারী দ্বারা বিচার করা হবে। 'অতএব, এই মামলাটি শোনার এবং বিচার করার কোনও এখতিয়ার এই আদালতের নেই।'

'আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনটি এইভাবে অনুমোদিত হয়েছিল এবং অভিযোগটি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৮। উত্তরদাতা ২০১৪ সালে বিবিধ আপিল নংঃ ৫৭ দায়ের করেছিলেন। অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, দ্বিতীয় আদালত, শিয়ালদহ, বিরধিতাকরে বলেছে, ২৬.০৫.২০১৪ তারিখের আদেশ। আপিল মুলতুবি, অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ প্রার্থনা করা হয়েছিল

কারণ উত্তরদাতার দ্বারা এবং সেই বিষয়ে বারবার স্থগিতাদেশ চেয়ে সালিসকারীর কাছে আবেদন করা হয়েছিল। সালিসকারী কিছু ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু আপিল আদালত কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস না করায় সালিসকারীর সামনে কার্যধারা অব্যাহত ছিল। ২৪.০৩.২০১৫ তারিখের একপক্ষীয় রায় দ্বারা, সালিসকারী আবেদনকারীর দ্বারা পছন্দ করা দাবি গ্রহণ করেছিলেন। পুরস্কারটি একটি সাধারণ, চারটি চুক্তির ক্ষেত্রে দাবিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। পুরস্কারটি বলেছিলঃ

"দাবিদার সংস্থাটি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি আরবিট্রেশন কাউন্সিলের (সি. আই. এ. সি) কাছে আবেদন করেছিল, দাবিদার সংস্থা এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে উত্থাপিত বিরোধের সমাধানের জন্য দাবিদার সংস্থা এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিধান অনুসারে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য, সি. আই. এ. সি এই বিষয়টি আমাকে (এল. সি জৈন) একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিল। দাবিদার সংস্থা দ্বারা প্রেরিত রেফারেন্সের বিজ্ঞপ্তিটি০২.০৩.২০১২ তারিখের এবং তারপরে সালিসকারী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ফাইলটি একমাত্র সালিসকারীর সামনে রাখা হয়েছিল যিনি পক্ষগুলির উপস্থিতির তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন।

বিবাদীকে অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তি করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ এবং সময় দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বিবাদী অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত দাবিদার সি. আই. এ. সি ম্যানুয়াল অনুসারে বিবাদীদের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য পূর্বোক্ত চুক্তির সালিশ ধারা আহ্বান করে তারিখের বিজ্ঞপ্তিজারি করে এবং সি. আই. এ. সি-কে বিষয়টি সালিশের জন্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে এবং সেই অনুযায়ী বিষয়টি সালিশের জন্য পাঠানো হয়েছে। সি. আই. এ. সি উত্তরদাতাদের তারিখের বিজ্ঞপ্তিজারি করে এবং -এ উত্তর/লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য বলে।

উত্তরদাতার বিজ্ঞপ্তিপাওয়ার পর, উত্তরদাতা সি. আই. এ. সি-কে লিখেছিলেন যে, এল. ডি. দেওয়ানি বিচারপতির আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার শিয়ালদহের এল. ডি. অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছে এবং বিষয়টি স্থগিত করা যেতে পারে এবং তদনুসারে 'বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতাদের কাছে অবহিত করা হয়েছিল। উত্তরদাতাকে এও জানানো হয়েছিল যে কোনও স্থগিতাদেশ না পেয়েই

কুইপো কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট লিমিটেড বনাম জনার্দণ নির্মান প্রাইভেট লিমিটেড [উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি] ২৭৯

কলকাতার শিয়ালদহের অতিরিক্ত জেলা বিচারপতির আদালতের আদেশে কার্যধারা স্থগিত করা হবে না, তবে বিবাদীরা এই বিষয়ে সালিশ কার্যধারায় সি. আই. এ. সি-এর কাছে কোনও স্থগিতাদেশ দাখিল করেননি। উপস্থিত না হওয়ার জন্য বা উত্তর/লিখিত বিবৃতি দাখিল না করার জন্য, বিবাদীকে একতরফাভাবে অগ্রসর করা হয়েছিল এবং সি. আই. এ. সি দ্বারা বিবাদীকে এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সি. আই. এ. সি প্রতিটি তারিখের সমস্ত কার্যধারার (আদেশ) অনুলিপি উত্তরদাতার কাছে পাঠিয়েছিল কিন্তু সি. আই. এ. সি-র কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর প্রতিবার উত্তরদাতা সি. আই. এ. সি-এর মাধ্যমে একমাত্র সালিসকারীর কাছে কার্যধারা স্থগিত করার অনুরোধ পাঠাতে থাকে এবং কলকাতার শিয়ালদহের এল. ডি. অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক জারি করা স্থগিতাদেশের কোনও অনুলিপি কখনও দাখিল করেনি, বা একমাত্র সালিসকারীর বিবেচনার জন্য কোনও উত্তর/লিখিত বিবৃতি বা আপত্তি দাখিল করেনি।

"উত্তরদাতা এল. ডি. দেওয়ানি বিচারপতির কাছে আবেদন করেছেন যে উপরে উল্লিখিত চুক্তিগুলি তাঁর দ্বারা প্রবেশ করা হয়নি এবং সমস্ত নথি জাল ও বানোয়াট এবং এল. ডি. দেওয়ানি বিচারক ২০১২ সালের দেওয়ানি মামলায় তাঁর আদেশে উত্তরদাতার এই আবেদনগুলি বিবেচনা করেছেন এবং এই আবেদনগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করার পরে, উত্তরদাতাকে সালিশ কার্যক্রমে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং দাবিদার উত্তরদাতার কাছ থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ পাওয়ার অধিকারীঃ

i) ৭৮,৭৮,৫৩৩/- টাকা (আটসত্তর লক্ষ সত্তর আট হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা মাত্র) অর্থাৎ দাবির পরিমাণ।

ii) ৭৮,৭৮,৫৩৩/- টাকা (আটসত্তর লক্ষ সত্তর আট হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা মাত্র) এর উপর বার্ষিক ১১% হারে সুদ অবশিষ্ট সুদ। সালিশ আহ্বানের রেফারেন্সের তারিখ থেকে ২.৩.২০১২ সাল থেকে রোয়েদাদের তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৪.০৩.২০১৫ সাল পর্যন্ত;

iii) রোয়েদাদের তারিখ থেকে অর্থাৎ ২৫.০৩.২০১৫ সাল থেকে আদায় পর্যন্ত বার্ষিক ১১% হারে সুদ।

iv) দাবিদার সিআইএসি-তে সালিশের খরচ অর্থাৎ সালিশ ফি এবং সংশ্লিষ্ট চার্জ জমা দিয়েছেন।

বিবাদীর অংশে ১,৪৭,০৭২/- টাকা (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বাহাত্তর টাকা মাত্র) এবং দাবিদার বিবাদীর কাছ থেকে একই টাকা পাওয়ার অধিকারী।

> দাবিদারকে পুরস্কার ঘোষণার জন্য সি. আই. এ. সি-তে ১,০০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী দাবিদার সি. আই. এ. সি-তে ১২,০০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার জমা করেছেন এবং পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কারটি সি. আই. এ. সি-তে দাখিল করা হয়েছে।

পুরষ্কারের পরপরই, ২০১৫ সালের ৪৪৯ নং ও. এম. পি দিল্লি হাইকোর্টে আবেদনকারী কর্তৃক পুরষ্কার পাস হওয়ার পরে আইনের ৯ নং ধারার অধীনে ত্রাণ চেয়ে দায়ের করা হয়েছিল।

৯. বিক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী ২০১৫ সালের ১১৪১ নং এপি হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদনদায়ের করেছিলেন, যা হাইকোর্টের দ্বারা ১৭.০৭.২০১৫-এ খারিজ করা হয়েছিল এই পর্যবেক্ষণের পরে যে কারণ শিরোনাম থেকে এটি স্পষ্ট নয় যে কীভাবে আবেদনটি হাইকোর্টে দায়ের করা যেতে পারে।

১০। এরপর ২০১৫ সালের বিবিধ মামলার ৩৪ ধারার অধীনে আলিপুর জেলা বিচারপতির আদালতে একটি আবেদনদায়ের করা হয়। কোনও চুক্তির অস্তিত্ব না থাকার বিষয়ে বিবাদী তার মামলাটি পুনর্ব্যক্ত করেন। এটি আরও বলেছে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ১৪.০৪.২০১১ তারিখের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের স্থান কলকাতায় ছিল।

১১. ২০১৪ সালের বিবিধ আপিল (নং ঃ ৫৭) রক্ষণযোগ্য নয় বলে আপিল আদালত খারিজ করে দেয়।

১২. ২০১৫ সালের ৪৪৯ নং ও. এম. পি দিল্লি হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে খারিজ করে দেয় যে, আবেদনকারীর দ্বারা কোনও প্রাথমিক মামলা দায়ের করা হয়নি। তবে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আলিপুর আদালতে আইনের ৩৪ ধারার অধীনে বিচারাধীন পিটিশনে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া যেতে পারে তার উপর বরখাস্তের কোনও প্রভাব পড়বে না।

১৩. ২০.০২.২০১৬ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিবাদী কলকাতার উচ্চ আদালতে ২০১৬ সালের সিও নং.১৩২০ এবং ১৩২২ হিসাবে পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করে, যা তার ২৮.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশে এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করে দেয়, তবে আলিপুর আদালতে বিচারাধীন কার্যধারায় আইনের ৩৪ ধারার আওতায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলন করার জন্য উত্তরদাতার সংরক্ষিত অধিকার। ২০১৭ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানি) নং.২৫২৭৯-২৫২৮০ তা থেকে উদ্ভূত এই আদালত দ্বারা ০৬.১০.২০১৭-এ খারিজ করে দেওয়া হয়।

১৪। আইনের ৩৪ ধারার অধীনে প্রত্যর্থীর দায়ের করা আবেদন, অর্থাৎ ২০১৫ সালের বিবিধ মামলা নংঃ ২৯৮ এর পরে, আলিপুরের আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ ১৩.০৮.২০১৮-এ খারিজ করে দেয়ঃ

"মামলার নথিপর্যালোচনার পর আমি দেখতে পাই যে চুক্তিতে একটি সালিশ ধারা ছিল এবং নতুন দিল্লিতে সালিসকারী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এলডি। সালিসকারী বিপরীত পক্ষের পক্ষে রায় দিয়েছেন। ধারা ৩৪-এর এখতিয়ারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এলডি দ্বারা উদ্ধৃত বেশ কয়েকটি মামলা আইন রয়েছে। বিপরীত পক্ষের আইনজীবী। উক্ত মামলা আইন থেকে দেখা গেছে যে ধারা ৩৪-এর এখতিয়ার যেখানে সালিশ রায় পাস করা হয়েছিল বা যেখানে পক্ষগুলি সালিশের আসনটি সম্মত হয়েছিল ২০১৭ সালের এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৪৪২[১]-এ প্রতিবেদনকরা সাম্প্রতিক মামলার আইনগুলিতে, [দেখুন যে এখতিয়ারটি একচেটিয়াভাবে সেই জায়গায় যেখানে সালিশ করা হয়েছিল। এল. ডি. আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে কলকাতায় সালিশের একটি ধারা রয়েছে তবে জবাবে এল. ডি, বিপরীত পক্ষের আইনজীবী বলেছিলেন যে বেশ কয়েকটি চুক্তি রয়েছে এবং অন্যান্য চুক্তিতে সালিশের স্থান দিল্লিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সালিশ নয়াদিল্লিতে করা হয়েছে এবং এই আদালতের এই বিবিধ বিষয়টিকে গ্রহণ করার কোনও এখতিয়ার নেই। আইনের ৩৪ ধারা অনুসারে মামলাটি এবং কেবল দিল্লির আদালতগুলিরই এটি গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে।

তদনুসারে, মামলার নথিরযত্নশীল তদন্তের পাশাপাশি মাননীয় শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণের পরে আমি দেখতে পাই যে সালিসি রায়টি নয়াদিল্লিতে পাস করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী নয়াদিল্লি আদালতের সালিসি ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪ এর অধীনে আবেদনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে। এই আদালতের কোনও এখতিয়ার নেই। সুতরাং, বর্তমান মামলাটি এখতিয়ারের অভাবে খারাপ।"

১৫। উত্তরদাতা প্রাথমিকভাবে সংশোধিত আবেদন(২০১৮-র সি ও নংঃ ৩৪০০) দাখিল করে ১৩.০৮.২০১৮ তারিখের আদেশকে বিরধিতাকরেছিলেন, যা এই ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট দ্বারা রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল যে আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আবেদনদায়ের করার একটি প্রতিকার উপলব্ধ ছিল। এরপরে উত্তরদাতা ২০১৮-এর সিএএন নং ১০০৯৪ হিসাবে যথাযথ আবেদনদায়ের করেছিলেন যা কলকাতা হাইকোর্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ ১৪.০২.২০১৯ তারিখের রায় সহঃ

১। "ইন্ডাস মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডাটাবিন্ড ইনোভেশন প্রাইভেট লিমিটেড। লুডঃ (২০১৭) ৭ এস. সি. সি ৬৭৮।

"তদনুসারে, যেহেতু কারণ শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট যে এখানে উত্তরদাতা আলিপুর আদালতের এখতিয়ারের জন্য অন্যথায় দায়বদ্ধ ছিলেন, তাই ১৩ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৫ সালের বিবিধ মামলা (২০১৫ সালের নং ঃ ২৯৮) আলিপুরের ১৬ শতাংশ আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারকের বোর্ডে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।"

হাইকোর্টের উক্ত রায় বর্তমানে বিরোধিতারমধ্যে রয়েছে।

১৬. এই পরিস্থিতিতে, এটা স্পষ্ট যেঃ

(i) যদিও চারটি চুক্তির প্রত্যেকটিতে সালিশের ব্যবস্থা ছিল, তবে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারটি একটি সাধারণ পুরস্কার ছিল; এবং

(ii) একটি চুক্তিতে স্থানটি কলকাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল তবুও বিচারকার্য দিল্লিতে পরিচালিত হয়েছিল;

যাইহোক, কোনও পর্যায়ে, উত্তরদাতা সালিসকারীর সামনে উপরোক্ত আপত্তি উত্থাপন করেননি এবং উত্তরদাতা সালিসের কার্যধারা শেষ করে একপক্ষীয় রায়ে পরিণত হতে দেন। অতএব, যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল উত্তরদাতাকে উপরোক্ত কোনও আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার মওকুফ করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে কিনা।

১৭. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রিতিন রাই এবং উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী কুরিয়াকোস ভার্গিসের কথা শুনেছি।

১৮. প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রিতিন রাই বলেন যে, সব সময় পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন উত্তরদাতা; মূল চুক্তিগুলি দেখার পরে দেওয়ানি আদালত আইনের ৫ ও ৮ ধারার অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা প্রস্তাবিত আবেদনটি গ্রহণ করেছে; দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি এই আদালত দ্বারা বিশেষ ছুটি আবেদন খারিজ করার সাথে সাথে চূড়ান্ততা অর্জন করেছে; যে উত্তরদাতা সালিশ কার্যধারায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এবং এটি কেবলমাত্র আইনের ৩৪ ধারার অধীনে অগ্রাধিকার আবেদনের পর্যায়ে ছিল যে সালিশের স্থান সম্পর্কে একটি জমা দেওয়া হয়েছিল। এটি 'যেমন জমা দেওয়া হয়েছে যে' সালিশ দ্বারা আচ্ছাদিত সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সালিসকারীর এখতিয়ার বা সক্ষমতা থাকলে এই বিষয়ে কোনও আপত্তি না তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, উত্তরদাতাকে অবশ্যই এই জাতীয় কোনও আপত্তি মওকুফ করতে হবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, সালিসকারীকে কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি আরবিট্রেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিআইএএ ', সংক্ষেপে) মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল যা পদ্ধতিও ছিল' এবং ১৪.০৪.২০১১ তারিখের চুক্তিতে।

জবাবে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ভার্গিস বলেন যে, প্রতিটি সালিশ চুক্তি স্বাধীনভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং যদি কোনও চুক্তি কলকাতায় স্থান নির্দিষ্ট করে, তবে সেই পক্ষে দলের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করা উচিত। এই আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডুরো ফেলগুয়েরা, এস. এ বনাম গঙ্গাভরম পোর্ট লিমিটেড[২]-এ রিলায়েন্স স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে ছয়টি সালিশ চুক্তি ছিল এবং সেগুলির প্রত্যেকটি সালিশের স্বাধীন রেফারেন্সের বিষয় ছিল।

১৯। বিতর্কের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমরা আইনের ৪,১৬ এবং ২০ ধারার প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বের করতে পারিঃ-

"৪, আপত্তি করার অধিকার মওকুফ।-যে পক্ষ এটি জানে-

(ক) এই অংশের যে কোনও বিধান যা থেকে পক্ষগুলি অবমাননা করতে পারে, বা সালিশ চুক্তির অধীনে যে কোনও প্রয়োজনীয়তা,

(খ) অযথা বিলম্ব না করে এই ধরনের অসম্মতির বিষয়ে তার আপত্তি না জানিয়ে সালিশ করা হয়েছে এবং এখনও সালিশের সাথে এগিয়ে চলেছে, অথবা যদি সেই সময়ের মধ্যে আপত্তি জানানোর জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে সেই সময়ের মধ্যে তার আপত্তি করার অধিকার মওকুফ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

১৬. সালিসী ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের উপর রায় দেওয়ার ক্ষমতা।

(১) সালিসী ট্রাইব্যুনাল সালিসী চুক্তির অস্তিত্ব বা বৈধতা সম্পর্কিত যে কোনও আপত্তির রায় সহ তার নিজস্ব এখতিয়ারের ভিত্তিতে রায় দিতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে –

ক) একটি সালিশ ধারা যা একটি চুক্তির অংশ তা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী থেকে স্বাধীন একটি চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে; এবং

খ) সালিসী ট্রাইব্যুনালের একটি সিদ্ধান্ত যে চুক্তিটি অকার্যকর এবং অকার্যকর, তা আইনানুগভাবে সালিশ ধারার অযোগ্যতা বোঝাবে না।

(২) সালিসী ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার নেই এই আবেদন প্রতিরক্ষা বিবৃতি জমা দেওয়ার পরে উত্থাপিত হবে না; তবে, কোনও পক্ষকে এই জাতীয় আবেদন উত্থাপন করতে বাধা দেওয়া হবে না।

২। (২০১৭) ৯ এস সি সি ৭২৯

কেবল এই কারণে যে, তিনি একজন সালিসকারী নিয়োগ করেছেন বা নিয়োগের কাজে অংশ নিয়েছেন।

(৩) সালিসী কার্যধারার সময় যে বিষয়টি তার কর্তৃত্বের আওতার বাইরে বলে অভিযোগ করা হয়, তা যত তাড়াতাড়ি উত্থাপিত হবে তত তাড়াতাড়ি সালিসী ট্রাইব্যুনাল তার কর্তৃত্বের পরিধি অতিক্রম করছে বলে একটি আবেদন উত্থাপন করা হবে।

(৪) সালিসী ট্রাইব্যুনাল, উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যে কোনও একটি ক্ষেত্রে, পরবর্তী আবেদন গ্রহণ করতে পারে যদি সে বিলম্বকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে।

(৫) সালিসী ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোনও আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এবং যেখানে সালিসী ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে সালিসী কার্যধারা অব্যাহত রাখবে এবং সালিসী রায় দেবে।

(৬) এই জাতীয় সালিসী রায় দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনও পক্ষ ধারা ৩৪ অনুসারে এই জাতীয় সালিসী রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করতে পারে।

২০. সালিশের স্থান, (১) পক্ষগুলি সালিশের স্থান সম্পর্কে একমত হতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনও চুক্তিতে ব্যর্থ হলে, সালিশের স্থান পক্ষগুলির সুবিধা সহ মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) সত্ত্বেও, সালিসী ট্রাইব্যুনাল, পক্ষগুলির দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হলে, তার সদস্যদের মধ্যে পরামর্শের জন্য, সাক্ষী, বিশেষজ্ঞ বা পক্ষগুলির শুনানির জন্য বা নথি, পণ্য বা অন্যান্য সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে এমন যে কোনও জায়গায় বৈঠক করতে পারে।

২০. এমন একটি মামলা পরিচালনা করার সময়, যেখানে আইনের ১০ নম্বর ধারার অধীনে বিবেচনা করা হয়, অযুগ্ম সংখ্যক সালিসকারীর পরিবর্তে পক্ষ দুটি সালিসকারীর সালিশ করতে সম্মত হয়েছিল এবং যেখানে সেই অংশে আপত্তি সালিসকারীদের সামনে নেওয়া হয়নি, নারায়ণ প্রসাদ লোহিয়া বনাম নিকুঞ্জ কুমার লোহিয়া এবং অন্যান্যদের[৩] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ আইনের ৪ নম্বর ধারার বিস্তার এবং প্রয়োগযোগ্যতা বিবেচনা করেছে। সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি হলঃ

৩। (২০০২) ৩ এস. সি. সি ৫৭২।

"৫ তারিখে প্রথম উত্তরদাতা কলকাতা হাইকোর্টে ২য় তারিখের রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করেন। ২য় উত্তরদাতা ৩য় তারিখে এই রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করেন। এই দুটি আবেদনের মধ্যে একটি কারণ ছিল যে সালিশ দুই সালিশকারীর দ্বারা হয়েছিল, যেখানে সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এরপরে" "উক্ত আইন" "বলা হয়)-এর অধীনে সমান সংখ্যক সালিশকারী থাকতে পারে না। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে দুই সালিশকারীর সালিশ উক্ত আইনের বিধিবদ্ধ বিধানের বিরুদ্ধে ছিল এবং তাই বাতিল ও অবৈধ। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ফলস্বরূপ পুরস্কারটি প্রয়োগযোগ্য ছিল না এবং পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না।" এই যুক্তিগুলি কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির পক্ষে ছিল, যিনি '১৭-১১-১৯৯৮'-এ রায়টি বাতিল করে দিয়েছিলেন। '১৮-৫-২০০০'-এ আপিলটিও খারিজ হয়ে যায়। তাই এই আদালতে এই আবেদন করা হয়।

৮. শ্রী ভেনুগোপাল বলেন যে, উক্ত আইনের ১০ নম্বর ধারাটি একটি বাধ্যতামূলক বিধান, যা অবজ্ঞা করা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, যদিও পক্ষগুলি সালিসকারীদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে স্বাধীন, তবুও এই সংখ্যাটি জোড় সংখ্যা হতে পারে না। তিনি বলেন যে, যে কোনও চুক্তি যা পক্ষগুলিকে জোড় সংখ্যক সালিসকারী নিয়োগের অনুমতি দেয়, তা উক্ত আইনের এই বাধ্যতামূলক বিধানের পরিপন্থী হবে। তিনি বলেন যে, সালিস ট্রাইব্যুনাল বৈধভাবে গঠিত না হলে এই ধরনের চুক্তি 'অবৈধ এবং বাতিল' হবে। তিনি বলেন যে, সালিস ট্রাইব্যুনালের গঠন নিজেই অবৈধ, কার্যধারা এবং রায়, এমনকি যদি একটি পাস হয়, তা অবৈধ এবং প্রয়োগযোগ্য হবে না।

৯. শ্রী ভেনুগোপাল বলেন যে, উক্ত আইনের ৪ নং ধারা শুধুমাত্র এই শর্তে প্রযোজ্য হবেঃ

(ক) তিনি জানতেন যে, তিনি এই অংশের যে কোন বিধানকে অবজ্ঞা করতে পারেন; অথবা

(খ) কোনও পক্ষ জানতেন যে সালিশ চুক্তির অধীনে কোনও প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়নি।

এবং পক্ষটি তখনও সালিশ নিয়ে এগিয়ে যায়। তিনি জমা দেন যে, এই মামলাটি উপরের বিভাগ (খ)-এর অধীনে পড়ে না। তিনি জমা দেন যে এমনকি বিভাগ (ক) প্রয়োগ করা হবে না কারণ মওকুফ কেবল এমন কোনও বিষয়ে হতে পারে যা থেকে কোনও পক্ষ অবমাননা করতে পারে। তিনি জমা দেন যে অপ্রয়োজনীয় বিধানগুলির ক্ষেত্রে

কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি জমা দেন যে ধারা ১০ এমন একটি বিধান যা থেকে কোনও পক্ষ অবমাননা করতে পারে না। তিনি জমা দেন যে বিষয়গুলি থেকে কোনও পক্ষ অবমাননা করতে পারে না সেগুলি হল ধারা ৪,৮,৯,১০,১১ (৪) এবং (৬), ১২,১৩ (৪), ১৬ (২), (৩) এবং (৫), ২২৪,২৭,৩১,৩২,৩৩,৩৪ (২) এবং (৪), ৩৫,৩৬,৩৭,৩৮ (১) এবং ৪৩ (৩)। তিনি জমা দেন যে, এর বিপরীতে, যে বিষয়গুলি থেকে কোনও পক্ষ অবমাননা করতে পারে সেগুলি হল ধারা ১১ (২), ১৯ (১) এবং (২), ২০ (১) এবং (২), ২২ (১), ২৪,২৫,২৬ এবং (৩) এর অধীনে প্রদত্ত বিষয়গুলি।

১৪। আমরা পক্ষগুলিকে বিস্তারিতভাবে শুনেছি। আমরা জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি। নিঃসন্দেহে, ধারা ১০-এ বলা হয়েছে যে সালিসকারীদের সংখ্যা জোড় সংখ্যা হবে না। প্রশ্নটি এখনও রয়ে গেছে যে ধারা ১০ একটি অযৌক্তিক বিধান কিনা। আমাদের মতে, এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে এই প্রশ্নের উপর যে, উক্ত আইনের অধীনে, কোনও পক্ষের 'সালিস ট্রাইব্যুনাল গঠনের' বিষয়ে আপত্তি করার অধিকার আছে কিনা, যদি এই ধরনের গঠন উক্ত আইন অনুসারে না হয়, এবং যদি তা হয় তবে কোন পর্যায়ে। এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সালিশ একটি চুক্তির সৃষ্টি। পক্ষগুলির মধ্যে লিখিতভাবে সালিশ চুক্তি না হলে কোনও সালিশ হতে পারে না।

১৬। কোঙ্কন রেল কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম রানী কনস্ট্রাকশন (পি) লিমিটেডের[৪] মামলায় এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে যে ধারা ১৬ সালিসী ট্রাইব্যুনালকে তার নিজস্ব এখতিয়ারের উপর রায় দিতে সক্ষম করে। এটি বলা হয়েছে যে ধারা ১৬ এর অধীনে সালিসী ট্রাইব্যুনাল সালিসী চুক্তির অস্তিত্ব বা বৈধতা সম্পর্কিত যে কোনও আপত্তির উপর রায় দিতে পারে। এটি বলা হয়েছে যে ধারা ১৬ এর অধীনে সালিসী ট্রাইব্যুনালের কর্তৃত্ব তার এখতিয়ারের প্রশস্ততার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার এখতিয়ারের মূলেও যায়। এই সিদ্ধান্তটি কেবল এই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, আমরা এর সাথে সম্মানজনক চুক্তিতে রয়েছি। সুতরাং এটি আর এই যুক্তির জন্য উন্মুক্ত নয় যে, ধারা ১৬-এর অধীনে কোনও পক্ষ সালিসী ট্রাইব্যুনালের গঠনকে সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিরধিতাকরতে পারে না। ধারা ১৬ (২)-এর অধীনে এই ধরনের বিরধিতাঅবশ্যই নেওয়া উচিত, প্রতিরক্ষার বিবৃতি জমা দেওয়ার পরে নয়। ধারা ১৬ (২) স্পষ্ট করে দেয় যে পক্ষ হলেও এই ধরনের বিরধিতানেওয়া যেতে পারে

৪। (২০০২) ২ এস. সি. সি ৩৮৮।

সালিসকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং/অথবা নিজে সালিসকারী নিয়োগ করতে পারেন। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে কোনও পক্ষ স্বাধীন, যদি তারা সহ-পছন্দ করে, এই ধরনের বিরধিতাউত্থাপন না করতে পারে। 'সুতরাং ধারা ১০ এবং ১৬-এর একটি যৌথ পাঠ দেখায় যে সালিস ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়ে আপত্তি এমন একটি বিষয় যা অবমাননাকর। এটি অবমাননাকর কারণ কোনও পক্ষ ধারা ১৬ (২)-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপত্তি না করার জন্য স্বাধীন। যদি কোনও পক্ষ আপত্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে ধারা ৪-এর অধীনে একটি বিবেচিত ছাড় থাকবে। সুতরাং, আমরা এই আবেদনটি গ্রহণ করতে অক্ষম যে ধারা ১০ একটি অযৌক্তিক বিধান। আমাদের মতে, ধারা ১০-কে ধারা ১৬-এর সঙ্গে পড়তে হবে এবং তাই এটি একটি অবমাননাকর বিধান।

২০। উত্তরদাতারা। এবং ২ ধারা ১৬-এ প্রদত্ত সালিসী ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন না করলে, তাদের অবশ্যই আপত্তি করার অধিকার মওকুফ করা হয়েছে বলে মনে করা উচিত।

"সুতরাং, এমনকি ধারা ১০-এর শর্ত যে সালিসকারীদের সংখ্যা" "জোড় সংখ্যা হবে না" "একটি অবমাননাকর বিধান বলে মনে করা হয়েছিল এবং যেহেতু ধারা ১৬-এ প্রদত্ত সালিস ট্রাইব্যুনালের গঠনের বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয়নি, তাই সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের আপত্তি করার অধিকার মওকুফ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল।"

২১. ডুরো ফেলগুয়েরার মামলায় বলা হয়েছে যে, উভয় পক্ষের সুবিধার্থে মূল চুক্তিটি পাঁচটি ভিন্ন চুক্তিতে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তাই সমস্ত চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে সালিশের একটি সমন্বিত রেফারেন্স থাকা উচিত যা এই আদালত গ্রহণ করেনি।

"৪২,..... হাতে থাকা মামলাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, পাঁচটি ভিন্ন প্যাকেজের পাশাপাশি কর্পোরেট গ্যারান্টির পৃথক সালিশ ধারা রয়েছে এবং এগুলি মূল প্যাকেজ নং ৪ টিআর-এর শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে না বা সমঝোতা স্মারকের উপর নির্ভর করে না, যা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা আনার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

ঘটনাচক্রে, এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের একটি মামলা ছিল এবং প্রতিটি চুক্তিতে সালিশের কেন্দ্র ছিল হায়দরাবাদে। উপরন্তু, বিষয়টি আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে একটি সালিশ আবেদনথেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

২২. বর্তমান ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ সালিশ একটি অভ্যন্তরীণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সালিশ যেখানে সিআইএএ সালিসকারীকে মনোনীত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। এমন নয় যে প্রতিটি চুক্তিতে সালিসকারী নিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি ছিল। 'একমাত্র পার্থক্য হল যে চুক্তিগুলির মধ্যে একটি অনুসারে স্থানটি কলকাতায় হওয়ার কথা ছিল।' সালিশের স্থান '-এর নির্দিষ্টকরণ হতে পারে 'খ'-এর একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যেখানে 'সালিশের স্থান' নির্ধারণ করতে পারে যে কোন কিউরিয়াল আইন প্রযোজ্য হবে। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য মূল এবং কিউরিয়াল আইন একই হবে।

২৩। উত্তরদাতার পক্ষে এই ধরনের বক্তব্য উত্থাপন করা সম্ভব ছিল যে, প্রতিটি চুক্তি সম্পর্কিত সালিশ আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে এবং মোকাবিলা করা হবে। তাঁর পক্ষে এটিও যুক্তি দেওয়া সম্ভব ছিল যে, যে চুক্তির ক্ষেত্রে স্থানটি কলকাতায় থাকতে সম্মত হয়েছিল, সেই অনুযায়ী সালিশ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই তথ্য বিবেচনা করে যে উত্তরদাতা সালিসকারীর ডি-এর সামনে কার্যধারায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সালিসকারীর ইউরিসডিকশন নেই বা তিনি তাঁর কর্তৃত্বের পরিধি অতিক্রম করছেন এমন কোনও বক্তব্য উত্থাপন করেননি, উত্তরদাতাকে অবশ্যই এই জাতীয় সমস্ত আপত্তি মওকুফ করেছেন বলে মনে করা উচিত।

২৪. এই পরিস্থিতিতে, উত্তরদাতাকে এখন এই পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সালিশের স্থান সম্পর্কে কোনও জমা দেওয়া বা আপত্তি উত্থাপন করা, আলিপুরের আদালত বিবিধ বিষয় খারিজ করার সময় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ২০১৫ সালের কেস নংঃ ২৯৮ বেশ সঠিক ছিল এবং এর জন্য কোনও অনুরোধ করা হয়নি হস্তক্ষেপ। আমাদের মতে, হাইকোর্ট বাতিল করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। আদেশ বলা হয়েছে। যাই হোক না কেন, কারণের শিরোনামটি দেখায় যে বর্তমান আপিলকারী অন্যথায় আলিপুর আদালতের এখতিয়ারের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, সিদ্ধান্তমূলক বা নির্ধারণকারী মানদণ্ড হতে পারে না।

২৫। অতএব, আমরা এই আপিল মঞ্জুর করি, আপিলের অধীনে রায় ও আদেশ বাতিল করি এবং ২০১৫ সালের ২৯৮ নং বিবিধ মামলায় আলিপুরের আদালত কর্তৃক গৃহীত ১৩.০৮.২০১৮ তারিখের আদেশটি পুনরুদ্ধার করি। কোনও খরচ নেই।

দিব্যা পান্ডে আপিল মঞ্জুর করেন।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar